গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-১ অধিশাখা

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৪/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জাহিদ মালেক এম পি
প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং-৩, কক্ষ নং-৩৩২, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
সভার তারিখ : ১৪-০৮-২০১৬খ্রিঃ
সভার সময় : সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
উপস্থিত কর্মকর্তার তালিকা : পরিশিষ্ট-ক

১.০ আলোচনাঃ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরুতে সভাপতি সম্প্রতি পাকিস্তানের একটি হাসপাতালে জঙ্গিদের বোমা হামলায় প্রায় একশত লোকের প্রাণহানি এবং বহুলোকের আহত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের সকল হাসপাতালে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে করণীয় নির্ধারণে উপস্থিতি সকলকে আলোচনার অংশ গ্রহণের আহবান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) বৈশ্বিক নিরাপত্তার হুমকীর প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে সাধারন মানুষ যেন আতঙ্কিত হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার আহবান জানান। তিনি হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ মানসম্মত সেবাদান এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১.১ সভায় সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে আয়োজিত সভাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এর গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ,দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী,ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় ক্যান্সার গবেষনা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মানসিক হাসপাতাল, পাবনা, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতাল, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল, পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত),জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, সহকারী পরিচালক,ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (পরিচালকের পক্ষে),সিনিয়র কনসালট্যান্ট, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এবং মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্ব স্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে ইতোমধ্যে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা ও করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং বিস্তারিত মতামত তুলে ধরেন।

১.২ সভায় সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা দমনে হাসপাতাল ও কলেজ চত্বরের সীমানা প্রাচীর স্থাপন বা উঁচু করা, প্রতিটি Entry point ও প্রবেশ দ্বারসমূহে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, আর্চওয়ে স্থাপন, রোগী এবং এটেনডেন্ট এর দেহ এবং ব্যাগ Metal detector দিয়ে তল্লাশী করা,স্ক্যানার স্থাপন, রোগীর সঙ্গে অতিরিক্ত অনুষঙ্গী প্রবেশ রোধ করা, গাড়ীসমূহ Mirror Device দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা করা, জঙ্গিবাদ দমনে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে মানব বন্ধন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া সভায় প্রতিটি হাসপাতালের ক্যাটাগরি অনুযায়ী নিরাপত্তা প্রহরীর পদ সৃষ্টি, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ, এখাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের সংস্থান, অস্ত্রসহ বা অস্ত্রছাড়া বা অঙ্গিভূত আনসার নিয়োগ, আনসারদের থাকা-খাওয়া বাবদ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ, গার্ডরুমের ব্যবস্থাকরণ, নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় হাসপাতালের রোগীদের সাথে সাক্ষাৎ এর নির্ধারিত সময় নিরূপণ, সন্ধ্যার পর শিক্ষার্থীদের গমনাগমনে নজরদারি বৃদ্ধিকরণ, ভিজিটরদের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য রাখা, কলেজ হোস্টেলে পূর্বানুমতি ছাড়া বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ, ছাত্রীদের দেহ তল্লাশীর জন্য বিশেষ করে নিকাব পরা ছাত্রীদের সুস্পষ্ট মুখাবয়ব বা পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে হোস্টেলে প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা করা (প্রয়োজনে মহিলা প্রহরী নিযুক্ত করা) হোস্টেলে বা ক্যাম্পাসে আপত্তিকর লিফলেট, ব্যানার,পোস্টার প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, প্রতিষ্ঠানের ভিতরের মসজিদে তালিমের নামে আপত্তিকর আলোচনা হয় কিনা তা খেয়াল রাখা, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখা, যেসব বিদেশী শিক্ষার্থী স্ব স্ব দেশে গিয়ে ফেরৎ আসেনি তাদের অবস্থান ও ঠিকানা সম্পর্কে সংবাদ নেয়া ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত রাখা,বিদেশী শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন চলাচলে সতকর্তা অবলম্বনে নির্দেশনা প্রদান করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কোন অতিথি থাকার অনুমতি প্রদান না করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

১.৩ সভায় স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ, র‍্যাব এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত রেইড ও টহল জোরদার করা, যেসব প্রতিষ্ঠানে পুলিশ ক্যাম্প আছে কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ নেই সে সকল প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে পুলিশ সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা, দালাল ও চোরের দৌরাত্ম রোধে আইনী কার্যক্রম গ্রহণ জোরদারের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

২.০ সভাপতি স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যে সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানান। তিনি সভায় আলোচিত সকল বিষয়ে একমত পোষণ করে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান কিংবা দেশে নাশকতা সৃষ্টিকারি কাউকে ছাড় দেয়া হবে না মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি কিংবা শান্তির বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের বিপক্ষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান এবং ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার সুযোগ নিয়ে অপতৎপরতা চালনাকারিদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন। তিনি প্রতিটি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং হোস্টেলে (বিশেষতঃ মহিলা হোস্টেলে) স্বাধীনতা স্বপক্ষের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীর নেতৃত্বে জঙ্গিবাদ বিরোধী কমিটি গঠনের বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ/ মতামত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে তিনি স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩.০ **বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়ঃ**

৩.১ প্রতিটি স্বাস্থসেবা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে প্রতিটি এন্ট্রি পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যায়ক্রমে মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে, Mirror Device স্থাপন করা যেতে পারে।

৩.২ প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা প্রহরী বা আনসার (অস্ত্রসহ বা অস্ত্রছাড়া বা অংগীভূতকরণের মাধ্যমে) নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ রোগীদের সাথে সাক্ষাতের সময় বিকাল ৪-৬টা নির্ধারণ, সন্ধ্যার পর শিক্ষার্থীদের গমনাগমনে নজরদারি বৃদ্ধি করা, হোস্টেলে পূর্বানুমতি ছাড়া বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ,যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যাতিত হোস্টেলে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী ব্যাতিত বহিরাগত অবস্থান করতে পারবেনা। মহিলা হোস্টেলে প্রয়োজনে মহিলা প্রহরী দ্বারা পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ছাত্রী প্রবেশ নিশ্চিত করা।

৩.৪ হোস্টেলে বা ক্যাম্পাসে আপত্তিকর লিফলেট,ব্যানার এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত বই-পুস্তক (যা শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে) পোষ্টার প্রদর্শন না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা Standard Operating Procedure (SOP) আকারে জারি করতে হবে।

৩.৫ বিদেশী শিক্ষার্থীদের অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে তাদের অবস্থান ও ঠিকানা সম্পর্কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৩.৬ বিদেশী শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন সতর্কতা অবলম্বনের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৩.৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ, র‍্যাব ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল ও তদারকী জোরদার করতে হবে।

৩.৮ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক সভা করতে হবে।

৩.৯ Medical Representativeগণ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করবেন না যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান নিশ্চিত করবেন।

৩.১০ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩.১১ প্রতিষ্ঠানে Visillence team গঠন করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.১২ কোন কর্মকর্তা কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র ছাত্রী, চিকিৎসক, রোগী বা রোগীর অণুষঙ্গী (Attendent) বা কোন আগন্তুক এর আচরণ সন্দেহজনক হলে তাৎক্ষণিক নিকটতম আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।

৩.১৩ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণের মোবাইল/টেলিফোন নম্বর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীকে সরবরাহ করতে হবে।

৩.১৪ প্রতিটি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী এবং ডাক্তার-কর্মকর্তা, কর্মচারী তাদের আইডি কার্ড প্রকাশ্যে প্রদর্শন করে রাখবে।

৩.১৫ দর্শনার্থীগণও দর্শনার্থী আইডি কার্ড প্রদর্শন করবে।

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ২১-০৮-২০১৬খ্রিঃ
(জাহিদ মালেক)
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-হাস-১/বিবিধ-১১/২০১২/১৮৯

তারিখঃ ০১-০৯-২০১৬খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্তি সচিব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/হাসপাতাল/উন্নয়ন ও চিশিজ/প্রশাসন/শৃংখলা ও নার্সিং/জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী,ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর,কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব, হাসপাতাল/প্রশাসন/বাস্তবায়ন/উন্নয়ন/নির্মাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। পরিচালক, নিপসম,মহাখালী, ঢাকা।
১০। পরিচালক, (অর্থ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১। পরিচালক, (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১২। পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩। পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
১৪। পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।
১৫। পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
১৬। পরিচালক, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
১৭। পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।
১৮। পরিচালক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
১৯। পরিচালক ,স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,মিটফোর্ড, ঢাকা।
২০। পরিচালক, সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
২১। পরিচালক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
২২। পরিচালক, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা।
২৩। পরিচালক, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা।
২৪। পরিচালক, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর।
২৫। পরিচালক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর।
২৬। পরিচালক, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া।
২৭। পরিচালক, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,মুগদা, ঢাকা।
২৮। পরিচালক, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।
২৯। পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩০। পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান,শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
৩১। পরিচালক, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
৩২। পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী, শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
৩৩। পরিচালক, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
৩৪। পরিচালক, মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
৩৫। পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষনা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
৩৬। পরিচালক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৩৭। প্রকল্প পরিচালক, টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা।
৩৮। পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্সেস হাসপাতাল,শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
৩৯। পরিচালক, শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।
৪০। পরিচালক, মানসিক হাসপাতাল, পাবনা।
৪১। পরিচালক, জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪২। পরিচালক, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।
৪৩। অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
৪৪। অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম।
৪৫। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।
৪৬। অধ্যক্ষ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।
৪৭। অধ্যক্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।
৪৮। অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।

৪৯। অধ্যক্ষ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ,মিটফোর্ড,ঢাকা।
৫০। অধ্যক্ষ, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট।
৫১। অধ্যক্ষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫২। অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা।
৫৩। অধ্যক্ষ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।
৫৪। অধ্যক্ষ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।
৫৫। অধ্যক্ষ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর।
৫৬। অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।
৫৭। অধ্যক্ষ, শহীদ তাজউদ্দিন আহম্মেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর।
৫৮। মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন,ঢাকা।
৫৯। সিনিয়র কনসালটেন্ট, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।

(মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন চৌধুরী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৯৬৬৯

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। সিষ্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, (তাঁকে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।